Department of Political Science

Dumkal College

For Semester I Honours Students

CC1 Understanding Political Theory (Concepts)

Synopses:

1. রাজনৈতিক তত্ত্বের ধারণা ও প্রকৃতি।
2. বিশ্বায়ন ও সার্বভৌমত্ব।
3. সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক।
4. সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদী তত্ত্ব।
5. স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

1. রাজনৈতিক তত্ত্বের ধারণা এবং প্রকৃতি

DUMKAL COLLEGE

First Points:

ইংরাজী "THEORY" শব্দটির উদ্ভব গ্রীক শব্দ "THEA" থেকে যার অর্থ "দেখা" (Spectacle)। দেখা যেমন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বৃদ্ধি করে, তেমনি তত্ত্ব পারিপার্শ্বিক ধারণা ও বিষয়কে, তাদের অর্থকে উপলব্ধির বুঝতে সাহায্য করে। David Easton তত্ত্বকে সংজ্ঞায়িত করে বলেছেন যে: "Theory is a frame of reference. It is a principle of selectivity. It serves as a sieve to sort out, select and reject observed facts."। এই তত্ত্ব রাজনীতি সম্পর্কে নির্মিত হলে, তাকে বলা হয় "রাজনৈতিক তত্ত্ব" (Political Theory)।

Second Points:

* যে কোন তত্ত্বের মতোই (পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি) রাজনৈতিক তত্ত্বও কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে:

1. রাজনৈতিক তত্ত্ব রাজনীতি সম্পর্কে ধারণাগুলোকে স্পষ্ট করে। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে বিমূর্ত ধারণা গঠনে সক্ষম, এই ধারণা গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তি রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। যেমন, নির্বাচনের প্রাক্কালে কোন রাজনৈতিক দলের কোন ব্যক্তি মানুষ তার দলের কর্মসূচী সম্পর্কে, ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন; মানুষ বুঝে যে ঐ ব্যক্তি একজন রাজনৈতিক নেতা/কর্মী। কারণ, রাজনৈতিক নেতা/কর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে মানুষের "জীবন অভিজ্ঞতা"র (Lived experience) মধ্যেই ধারণা গঠিত হয়ে যায়।

2. রাজনৈতিক তত্ত্বের "যুক্তিসঙ্গত কাঠামো" (Structure of Reason) থাকে। কোন অপ্রাসঙ্গিক, অযৌক্তিক বিষয় রাজনৈতিক তত্ত্ব নির্মিত হতে পারে না। তাই, Plato-এর ন্যায়ের তত্ত্ব 'Athens'-এর নগর-রাষ্ট্র পুনর্গঠনের যুক্তি-কাঠামোকে ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল।

3. রাজনৈতিক তত্ত্ব নির্দিষ্ট লক্ষ্য কেন্দ্রিক হতে চেষ্টা করে, বা কোন বিশেষ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস করে। যেমন, Thomas Hobbes-এর রাজনৈতিক তত্ত্বের লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ডের "গৌরবময় বিপ্লবের" (1688 খ্রীঃ) পর ইংল্যান্ডে "চরম রাজতন্ত্র" স্থাপন করা; বা John Rawls-এর ন্যায়ের তত্ত্ব "বিশেষ প্রকারের উদারনীতিবাদই আধুনিক প্রাচুর্যশালী সমাজের পক্ষে উপযুক্ত" - এই সত্যকে প্রকাশ করেছে।

DUMKAL COLLEGE, DUMKAL • MURSHIDABAD

4) রাজনৈতিক তত্ত্ব আপেক্ষিক এবং প্রেক্ষিত-নির্ভর। অবস্থানের বা সময়কালের পার্থক্য জন্যেই সার্বজনীন রাজনৈতিক তত্ত্ব গঠন করা অসম্ভবপর। যেহেতু, রাজনৈতিক তত্ত্ব কোন বাস্তব সমস্যা বা পরিস্থিতির সমাধানের জন্য বা অনুধাবনের জন্য নির্মিত হয়, তাই তা কালসাপেক্ষ। এই কারণেই- পশ্চিমি ইউরোপের জাতি-গঠনের তত্ত্ব তৃতীয় বিশ্বের জাতি-গঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; বা, Plato-এর প্রায় তিন হাজার বছর পরে Michael Walzer-প্রণীত ন্যায়ের তত্ত্ব (A Sphere of Justice-) চরম পার্থক্যপূর্ণ।

৪৪, 5) রাজনৈতিক তত্ত্ব "সাধারণীকরণ" (Generalization) ঘটাতে সক্ষম হয়। যেমন, সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে Jean Bodin-এর তত্ত্ব France-এর রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে সংগঠিত করতে প্রণীত হলেও, তা পরবর্তীকালে তত্ত্ব হিসাবে প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রই গ্রহণ করেছে।

Third Points

রাজনৈতিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি, অনুরূপ, রাজনৈতিক বক্তব্য তত্ত্বের প্রকৃতিকে বুঝতে সাহায্য করে। প্রকৃতি-অনুসারে, বৈশিষ্ট্যাবলীর আলোকে, রাজনৈতিক তত্ত্বকে নিম্নলিখিতভাবে, শ্রেণিবিভক্ত করা যায়ঃ

1) বিশ্লেষণাত্মক- রাজনৈতিক তত্ত্ব (Explanatory Political Theory):
এই রাজনৈতিক তত্ত্ব রাজনৈতিক বাস্তবতার ব্যাখ্যা করে আর সত্য উদ্ঘাটিত হতে চায়, যেমন, Karl Marx ও Friedrich Engels পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভব ও সংকটকে বিশ্লেষণের জন্য "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ", "শ্রেণি সংগ্রাম" বা "উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব" প্রদান করেছিলেন, এই তত্ত্বের অনুসন্ধানের বিষয় হলঃ "কেন এই রাজনৈতিক সমস্যা/অবস্থা উদ্ভূত হয়েছে?"

2) নীতিআদর্শবাচক রাজনৈতিক তত্ত্ব (Normative Political Theory):
এই রাজনৈতিক তত্ত্ব উচিত/অনুচিত-কেন্দ্রিক, মূল্যবোধযুক্ত। যেমন, Plato-এর ন্যায়বাদের তত্ত্ব প্রত্যেক শ্রেণির কর্তব্য পালন করা উচিত স্বগুণ অনুযায়ী। "যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান, তা ভাল না মন্দ, ন্যায় বা অন্যায়, ঠিক না ভুল?"- এই নৈতিক প্রশ্নই হল এই তত্ত্বনির্মাণের উৎস।

3) চিন্তামূলক রাজনৈতিক তত্ত্ব (Contemplative Political Theory):
Hannah Arendt ( ) তাঁর প্রতিজ্ঞা "The Human Condi-

-tion" (   ) গ্রন্থে বলেছেন যে, ঐতিহ্যগত বা আধুনিক, রাজনৈতিক তত্ত্ব মূলত একটি মানব-অবস্থার সকল বিষয়ের সুসংবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত আলোচনা। তিনি, "Labour", "Work" ও "Action" - এই তিনটি মানবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পার্থক্য করে দেখিয়েছেন যে, "Action is political activity par excellence"। তাই, সিদ্ধান্তমূলক রাজনৈতিক তত্ত্ব "Human Agency" সম্পর্কে জড়িত।

Possible Points:

এই তিনটি মৌলিক প্রকারভেদ ব্যতীত, প্রকৃতি-অনুসারে রাজনৈতিক তত্ত্বকে আরও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়:

DUMKAL COLLEGE

4) বৃহৎ তত্ত্ব (Grand Theory): এই প্রকারের তত্ত্ব, "উত্তর-আধুনিকতার জনক" লিওতার The Postmodern Condition (   ) গ্রন্থে যাকে বলেছেন, মতাদর্শের (Ideologies) সাথে তুলনায়, এই তত্ত্বের প্রকৃতি সার্বজনীনতার (Generality) উপর নির্ভরশীল; তা সার্বজনীন আদর্শে উপনীত হতে চেষ্টা করে।

5) ক্ষুদ্র তত্ত্ব (Little Theory): এই প্রকারের তত্ত্ব, বৃহৎ তত্ত্বের বিপরীত প্রকৃতির, তা "Time-bound" ও "Space-bound"; নির্দিষ্ট, বিশেষ, যেমন, "নারীবাদী রাজনৈতিক তত্ত্ব" বা "পরিবেশবাদী রাজনৈতিক তত্ত্ব"।

6) সমস্যা-সমাধানমূলক তত্ত্ব (Problem-solving Political Theory): এই তত্ত্ব নির্দিষ্ট-উদ্ভূত রাজনৈতিক সমস্যার সীমায়, এবং আমাদের বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থাকে সংস্কার করতে, তার ভারসাম্যকে (Equilibrium) বজায় রাখতে চায়, যেমন, "উদারনীতিবাদী তত্ত্ব"।

7) মুক্তিমূলক তত্ত্ব (Emancipatory Political Theory): এই তত্ত্ব বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যার প্রেক্ষিতে সমগ্র পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তনে আগ্রহী। এই তত্ত্ব "সমস্যা-সমাধানমূলক রাজনৈতিক তত্ত্বের" বিপরীত। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল: "Frankfurt School"-এর তাত্ত্বিকদের রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহ।

4\.

* John Rawls তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'A Theory of Justic' (1971)-এ রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রকৃতিকে দেখেছেন বিশ্লেষণধর্মী ও প্রকৃতির, তাঁর মতে রাজনৈতিক তত্ত্ব সবসময় রাজনৈতিক জীবন এবং দর্শনকে যুক্ত করে। সেই কারনেই রাজনৈতিক তত্ত্ব মানুষের পারস্পরিক ও অবস্থা এবং কাজ প্রতিষ্ঠান, নীতি ও উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে। ফলে রাজনৈতিক তত্ত্ব মিশ্র প্রকৃতি লাভ করে যেখানে রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ এবং মানুষের জীবন-অভিজ্ঞতা বহুমাত্রিক রূপে প্রকাশিত হয়। সেই কারনেই Rawls ন্যায়-এর মত একটি জটিল বিষয় সম্পর্কে রাজনৈতিক তত্ত্ব নির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

DUMKAL COL... MURSHIDABAD

COLLEGE DOMKAL MURSHIDABAD

বিশ্বায়ন ও সার্বভৌমত্ব

রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাসে যে ধারণাগুলি রাষ্ট্রের ধারণার বিকাশের সাথে যুক্ত তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল- "সার্বভৌমত্ব" বা "Sovereignty"। নবজাগরণের ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পরে যে আইনগত জাতি-রাষ্ট্রের (Nation-state) উদ্ভব ঘটেছিল, তার চরম ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রকাশই হল সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের প্রথম ও অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক Jean Bodin তাঁর সুবিখ্যাত "Six Books on the Republic" ( ) গ্রন্থে বলেছিলেন যে- "Sovereignty is the supreme power of the State". এই সার্বভৌমত্বের আবার কতকগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বর্তমান - চরমতা, স্থায়িত্ব, সর্বজনীনতা, অবিভাজ্যতা ও অ-হস্তান্তরযোগ্যতা।

এই সার্বভৌমত্বের দুটি রূপ আছে -

i) অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে একটি ভূখণ্ডের মধ্যে বসবাসকারী সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ওই রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার অধীন তথা সার্বভৌমত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটি - "অভ্যন্তরীন সার্বভৌমত্ব" ও

ii) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারী। - এটি - বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব। - অর্থাৎ, সার্বভৌমত্বই হল রাষ্ট্রের সেই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যা তার অস্তিত্বকে রক্ষা করে ও বিকশিত করে।

সার্বভৌমত্বের এই ঐতিহ্যবাহী তত্ত্ব, যা রাষ্ট্রকে সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় শ্রেষ্ঠ করে তোলে, নাগরিকদের উপর চরম বলপ্রয়োগকে কার্যকর করে, - 1990-এর দশকে এসে প্রায় 400 বছরের সেই প্রচলিত তত্ত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে; এবং যে নতুনতর ধারণা সার্বভৌমত্বের সাবেকী তত্ত্বকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে, সেটি হল- "বিশ্বায়ন" (Globalization)!

iii) জাতি-রাষ্ট্র গড়ে ওঠে তার ভূখণ্ড ও ভূখণ্ডের অভ্যন্তরের প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাতন্ত্র্যকে নিয়ে। তাই পরিবেশ ও তার বৈচিত্র্য জাতি-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের চিহ্ন; সীমাহীন দূষণের কারণ এই প্রাকৃতিক সার্বভৌমত্বের ধারণাকে ম্লান করে তুলেছে।

বিশ্বায়ন সার্বভৌমত্বের জাতি-রাষ্ট্র কেন্দ্রিক ধারণাকে প্রবল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তুলেছে; এই বৈশ্বিক প্রক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক শক্তিকে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনস বা MNCs-এর হাতে কেন্দ্রীভূত করেছে; বিশ্ব-বাজারের এগুলি, যেমন – জেনারেল মোটরস, ফোর্ড, এক্সন, শেল, ম্যাকডোনাল্ড ইত্যাদি প্রভূত শক্তির অধিকারী; উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য এবং অবশ্যই আশ্চর্যজনক যে, 'জেনারেল মোটরস'-এর বার্ষিক রেভিনিউ আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, উরুগুয়ে, শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া, নামিবিয়া, নাইজেরিয়া (Nigeria) ও চাদের মিলিত মোট গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GDP) এর সমান। তাই, অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে, জেনারেল মোটরস উক্ত যেকোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের চেয়ে বহুগুণ অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী; তাই, Home-land (হোম ল্যান্ড)-গুলি 'হোস্ট' ল্যান্ড (Host-land)-এ পর্যবসিত হতে বাধ্য হচ্ছে, খোলা দরজা ও উদারীকরণ নীতিকে মেনে নিয়ে ও সার্বভৌমত্বকে বিসর্জন দিয়ে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনগুলি, যেগুলি অরাষ্ট্রিক, তাদের বিশেষ বিশ্বায়নের অংশস্বরূপ জাতি-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে আঘাত করেছে; যেমন– ইউরোপীয় ইউনিয়ন; পশ্চিমী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি জোটবদ্ধ হয়ে যে সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার নিজস্ব ইউরোপীয় বাজার, [illegible] পার্লামেন্ট ও রয়েছে; তাই এই সংস্থার ব্যবহার ও আচরণ জাতি-রাষ্ট্রের মতোই, কিন্তু, এর অন্তর্ভুক্ত জাতি-রাষ্ট্রগুলি

এর অতীতে থেকে একক সার্বভৌমত্ব হারিয়ে ফেলেছে। ন্যাটো (NATO), আসিয়ান (ASEAN) এমনকি সার্ক (SAARC)-এর মতো আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলিও কোন না কোন ভাবে তাদের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করেছে।

আবার, প্রযুক্তির ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সামরিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের চরিত্রকে আরও জোরদার করে তুলেছে; "ইন্টার-কন্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক মিসাইল" বা পারমাণবিক অস্ত্র ভূ-খণ্ডের বাধার অধীন নয়; ফলে, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় শুধু রাষ্ট্রের অনুগত স্বাতন্ত্র্যকে আর অবলম্বিত করা না। ইতিমধ্যে অভিযানের জন্য বিশ্বব্যাপী সৈন্যবলের নয়, উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োজন।

প্রকৃত পক্ষে, সার্বভৌমত্বের দুটি রূপ— অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক; সার্বভৌম রাষ্ট্রের চূড়ান্ত বৈধ ক্ষমতা, কিন্তু বিশ্বায়নকে যে সময় ও পরিসর (Time and space)- নিরপেক্ষ সংহত বিশ্বের কল্পনা করেছে, যেখানে পুঁজিবাদ অপ্রতিরোধ্য গতিতে বিস্তৃত হবে, মুক্তবাণিজ্য চলবে — তা জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাকে ও বাস্তবকে সংকটের সম্মুখীন করেছে। ভূ-খণ্ড ও সার্বভৌমত্ব যেমনভাবে যে আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল, বিশ্বায়নের উত্তর-আধুনিক যুগে তা কীভাবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করবে — এই হয়ে উঠবে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ও বিতর্কিত বিষয়।

DUMKAL COLLEGE ESTD 1999 MURSHIDABAD

DUMKAL COLLEGE · DUMKAL · MURSHIDABAD

সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক কী?

রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাসে "সাম্য" (Equality) এবং "স্বাধীনতা" (Liberty) হল দুটি প্রধান রাজনৈতিক ধারণা। কিন্তু এই দুই ধারণার মধ্যে সম্পর্ক রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাসে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তায় স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ রূপ ধারণ করেছে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে স্বাধীনতা ও সাম্যের কোন পার্থক্য নির্দেশ করা হয়নি। স্বাধীনতা সংক্রান্ত আধিকাংশ ধারণায় মানুষের মৌলিক সমমর্যাদাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যদিও সেক্ষেত্রে সাম্যের ধারণা প্রাথমিক অর্থে আইনগত বা অধিকার। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা সমান ভোটাধিকার বা আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতা ও আইন কর্তৃক সকলের সমসংরক্ষণকে মেনে নিয়েছিলেন। আধুনিক চিন্তাবিদ, যেমন- F.A. Hayek বা Walter Lippmann ব্যক্তিস্বাধীনতার অজুহাতে প্রচারে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে যে অর্থনৈতিক সমবণ্টন গৃহীত তাকেই অস্বীকার করতে চেয়েছেন, কিন্তু সকল ব্যক্তির সমান মর্যাদাকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন।

Harold Laski-র চিন্তায় সাম্য নানান ধারণার এক সংঘবদ্ধ রূপ। ইহার প্রত্যেকটি ধারণাই মূল্যবান। প্রথমতঃ সাম্যের অর্থ বিশেষ সুযোগ সুবিধার অনুপস্থিতি, দ্বিতীয়তঃ সকলের জন্য সমান সুযোগ উন্মোচন। সাম্যের সমস্যা মূলতঃ আনুপাতিক এবং অনুপাতের সেই বৈষম্য রয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। আয় ও সম্পদের বৈষম্যের অসমবণ্টন স্বাধীনতার উপলব্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং ~~অর্থনৈতিক~~ রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত কখনই অর্জন করা সম্ভব নয় — political equality is never real unless it is accompanied by virtual economic equality। অর্থনৈতিক সাম্য অর্থে শুধুমাত্র সম্পদের সমবণ্টন নয়, কিন্তু পরিচালনার ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সুতরাং স্বাধীনতা, Laski-র মতে, সম্মতির কার্যগত রূপ। প্রত্যেক নাগরিকের জীবন ধারনের ন্যূনতম প্রয়োজন যেমন প্রাপ্য তেমনি প্রত্যেক শ্রমিকের মজুরি উৎপাদিত বস্তুমূল্যের আনুপাতিক হওয়া উচিত। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক অসাম্যই প্রধান ব্যাধি। কিন্তু সাধারণ ধনতন্ত্রে বা সমাজতন্ত্রে যে কোন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় ন্যূনতম সুযোগ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকলেই স্বাধীনতার অস্তিত্বের উপলব্ধি সম্ভব।

DUMKAL COLLEGE · DUMKAL · MURSHIDABAD

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা ও সাম্য উভয়ের উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশের সহায়তা করা। দুটি নীতিই পরস্পরের বিরোধী নয় বরং একে অপরের পরিপূরক। স্বাধীনতা যদি ব্যক্তিবিকাশের পক্ষে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে তবে সাম্যের নীতি সেই পরিবেশের কার্যাবলী রচনা করে। সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অনুজ্ঞায় (Licence) পরিণত হয়, আবার স্বাধীনতা ব্যতীত সাম্য শুধু সমতায় (uniformity) রূপান্তরিত হয়। তবে স্বাধীনতা ও সাম্যের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বলা হয় যে স্বাধীনতা সাম্যের ঊর্ধ্বে; ব্যক্তিবিকাশের পক্ষে স্বাধীনতার প্রয়োজন প্রাথমিক, এবং সাম্য স্বাধীনতার প্রয়োজন পূরণ করে। স্বাধীনতার চেতনাই মানুষকে প্রেরিত করেছে। সাম্য মূলতঃ একটি বিশেষ সুবিধাবণ্টনের পদ্ধতি, স্বাধীনতার অধীনেই সাম্য মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির উন্মোচনের পথ সুগম করে,

প্রকৃতপক্ষে, সম্প্রদায়ের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্বাধীনতা ও সাম্যের বিচার করা দরকার। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই বহু ও বিভিন্ন সমাজকর্মের এক স্তরবিন্যাসে সজ্জিত। এই সম্প্রদায়ের ঐক্য বিভিন্ন শক্তির উপর নির্ভরশীল, যেমন অ-ইচ্ছামূলক ও যুক্তিনিষ্ঠ শক্তি — যথা: ঐতিহ্য, ভৌগোলিক রূপ বা রক্তের বন্ধন এবং অপরদিকে ইচ্ছামূলক ও নৈতিক শক্তি — যথা: সংঘ, সামরিক বাহিনী ইত্যাদি। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্যের ধারণা সমাজের স্তরবিন্যাস সম্পর্কে যেমন যোগ্য প্রশ্ন সমালোচনা করতে সক্ষম তেমনি স্বাধীনতার ধারণা একই উদ্দেশ্যে সম্প্রদায়ের ঐক্য রক্ষায় অপরিহার্য, এই দুটি নীতির কোন একটিকেই পৃথকভাবে এবং চরম ও সম্পূর্ণ রূপে ব্যবহার করার অর্থ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ধ্বংস করা,

পৃ: 2

সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদী বিতর্কটি আলোচনা কর? (Marks-15)

রাষ্ট্রের উদ্ভবের সময় থেকে যে বিষয়টি তার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে তা হল সার্বভৌমত্বের ধারণা। সার্বভৌমত্ব হল রাষ্ট্রের চরম এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা যা কোনো রূপ আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। মধ্যযুগে চার্চ বা ধর্মীয় সংগঠনের সাথে রাজশক্তির ক্ষমতাকেন্দ্রিক বিরোধ যে প্রবলভাবে দেখা দিলে ফরাসি দার্শনিক বোঁদা রাজশক্তির চরম ক্ষমতাকে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার দ্বারা হাজির করলেন। তিনি সার্বভৌমত্বের ধারণাটি [illegible] একটি বিশিষ্ট স্থান দান করে আছেন। কিন্তু এর বহুত্বের বিরোধিতা অর্জন করতে উঠে এসেছে সার্বভৌমত্বের একত্ববাদ নামক তত্ত্বটি।

বিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে আন্তর্জাতিক আইনের বিশেষজ্ঞরা এবং কোল, ফিগিস, ল্যাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ঐক্য সার্বভৌমত্বের একচেটিয়াবাদী ধারণার কাটাছেঁড়া শুরু করেন। সার্বভৌমত্ব নামক চূড়ান্ত ক্ষমতাটিকে রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করার বদলে রাষ্ট্র অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য প্রদর্শনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন এবং এ ব্যাখ্যা হাজির করেন যে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র তার নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও একচ্ছত্রভাবে ব্যক্তির আনুগত্য লাভের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। বস্তুত সার্বভৌমত্বের ধারণার এই প্রকারটি বহুত্ববাদ নামে খ্যাত।

তাহলে দেখা যায় বহুত্ববাদের জন্ম হয়েছে একত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে। সেজন্য হিসাবে বহুত্ববাদের যা কিছু মূল বক্তব্য তার কেন্দ্রে রয়েছে একত্ববাদের সমালোচনা মূলক দিক। একত্ববাদীদের বক্তব্য ছিল রাষ্ট্র আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। দ্বিতীয়ত এদের আরো দাবি ছিল রাষ্ট্র তার ভূখণ্ডের মধ্যে সমস্ত সমাজের ধারণের প্রতিভূ বলেই ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখায়।

বহুত্ববাদীদের কাছে এই যুক্তিগুলি কোনোটিই যথাযথ নয়। কারণ আইনের প্রতিষ্ঠানের [illegible] দাবী যেমন [illegible] অসীম ক্ষমতাকে বিশেষ [illegible] রাষ্ট্র ছাড়াও সমাজের প্রথাগত সামাজিক বা ভৌগোলিক রয়েছে যাদের নিয়মাবলী ব্যক্তি মেনে চলে। এই রকম হাজারো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্র একটি। অতএব রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাহীন নয়, আবার রাষ্ট্রের প্রভু বলেই কোনো আইন অবশ্য মান্য নয়, বরং রাষ্ট্র জনসাধারণের জন্য কী করেছে বা কতটা চাহিদা পূরণ করেছে, তার উপরেই রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য নির্দিষ্ট হয়।

■ বহুত্ববাদীরা সামাজিক আইনগত এবং আন্তর্জাতিক — এই তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে একত্ববাদের সমালোচনায় মুখর হয়েছে।

■ **সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে :-** রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সর্বব্যাপী মনে করার মানে নেই। কারণ ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্র সক্ষম হলেও, মানুষের অন্তর্জীবনের উপর রাষ্ট্রের কোনো প্রভাব নেই। [illegible] মতে যেমন [illegible] কাটার পক্ষে কুঠার যেমন অনুপযোগী, ব্যক্তির সুখ্য অনুভূতি বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তেমন অনুপযোগী। ব্যক্তির সুকুমারবৃত্তির বিকাশ সাধনে সক্ষম সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলিও রাষ্ট্রের মত সমান আনুগত্য দাবি করতে পারে বা ব্যক্তি সে আনুগত্য প্রকাশ ও করতে পারে।

■ **আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে :-** বহুত্ববাদীরা সার্বভৌমের আদেশ কে আইন হিসাবে স্বীকার করতে গিয়ে আইনের উৎস হিসেবে প্রথা, লোকাচার, রীতিনীতি, বিশ্বাস প্রভৃতি কে অস্বীকার করেছে। কিন্তু সমাজ জীবনে এগুলির গুরুত্বকে কখনই উপেক্ষা করা যায় না, ব্যক্তির মধ্যে [illegible] সুলতানের [illegible] যায় না। □ দ্বিতীয়ত সার্বভৌমত্ব কে আইনের একমাত্র উৎস হিসাবে মেনে নিলে অর্থ স্বৈরাচারিতার পথ প্রশস্ত করা হবে [illegible] আইনের ঊর্ধ্বে স্থাপন করা যায়। □ তৃতীয়ত লোকে শাস্তির ভয়ে আইন মেনে চলে — একত্ববাদীদের এই ধারণা যথার্থ নয়। [illegible] দ্যুগুই প্রমুখ মতে আইনের উপযোগীতা সম্পর্কে [illegible] মান্য করার স্বীকার করেন। ক্র্যাবের মতে, আইনের মাধ্যমে [illegible] নীতি কে স্বীকৃতি জানানো হয় বলেই আমরা আইন মেনে চলি।

■ **আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে :-** বর্তমান বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রই আর বিচ্ছিন্ন নয়। সেই কারণে দ্বন্দ্ব সংঘাত বা প্রতিযোগিতার বদলে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মূল আন্তর্জাতিক সমাজের মূলনীতি। সুতরাং একত্ববাদীদের সর্বশক্তিমান ও অনিয়ন্ত্রিত সার্বভৌম রাষ্ট্রের তত্ত্ব গুরুত্বহীন।

■ দ্বিতীয়ত: অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের মত বাহ্যিক রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নানা ভাবে সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন, প্রথা, এবং বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে কোনো রাষ্ট্রই অনিয়ন্ত্রিত সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেনা।

■ তৃতীয়ত :- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি একত্ববাদী সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করা হয়, তবে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। ফলে কোনো রাষ্ট্রের [illegible] আক্রমণকারী হয়ে উঠতে পারে বলে ল্যাস্কি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

সমালোচনা :- একত্ববাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বহুত্ববাদ রাষ্ট্রতত্ত্বে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিলেও, তা মোটেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। বহুত্ববাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুলি হল —

(i) সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পিত হলে ঐ ক্ষমতা কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংঘের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে। যাতে সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতি বিপন্ন হতে পারে।

(ii) ব্যক্তির একাধিক সংঘে একাধিক বহুত্ববাদের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতির দ্বারা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। একাধিক আনুগত্য যেমন ব্যক্তির আত্মিক মঞ্চকে খণ্ডিত করবে তেমনি আনুগত্য কোন্দল প্রতিযোগিতা দেখা দেবে। মধ্যযুগে গির্জা রাষ্ট্র, সামন্ততন্ত্র প্রভৃতির প্রতি ব্যক্তির একাধিক আনুগত্য এই সমস্যা সৃষ্টি করেছিল।

(iii) বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের ক্ষমতার হ্রাসের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তারা রাষ্ট্রের কোন কোন ক্ষমতার বিলোপ তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

(iv) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে মুক্ত হলেই যে ব্যক্তির স্বাধীন উদ্যোগ সম্প্রসারিত হবে এমন কী গ্যারান্টি আছে। তিমাদের মতে এর বিপরীতের ঘটনাও ঘটতে পারে।

মূল্যায়ন :- বহুত্ববাদের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের গৌরব বৃদ্ধির অন্যায়ের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদ যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বহুত্ববাদের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক ল্যাস্কি তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন — (i) কোনো বিশুদ্ধ আইনগত তত্ত্বের সাহায্যে রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করা যায় না বহুত্ববাদ সেই দিকটি তুলে ধরেছে; (ii) নৈতিক দিক থেকে রাষ্ট্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিক আনুগত্য দাবি করতে পারে না এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবং (iii) রাষ্ট্রের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ দুর্বল মূলক ক্ষমতা অবশ্যম্ভাবী — এই ধারণা যে প্রভৃতি সর্ব শক্তিমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যে আধুনিক ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বলি দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে ঠিক সেই সময়ে অধ্যাপক ল্যাস্কির মাধ্যমে বহুত্ববাদ এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

— x —

DUMKAL COLLEGE · DUMKAL · MURSHIDABAD · ESTD 1999

(১৫) স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলি আলোচনা কর। [MARK-8]

ব্যক্তির সামাজিক জীবনে স্বাধীনতার স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে, সেটিই যাতে আবার স্বাধীনতা খর্ব করতে না পারে তার প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। বস্তুত রাষ্ট্র আইনের দ্বারা স্বাধীন আচরণের সীমানা এবং নিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সরকার তার ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে এমন কিছু আইন প্রণয়ন করে, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংকোচনে ভূমিকা পালন করে, ফলে জনগণের স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা শীল হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যাতে স্বাধীনতার রক্ষাকবচের স্বাধীনতার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ল্যাস্কি বিভিন্ন পদ্ধতি এবং ব্যবস্থার উপর বা রক্ষাকবচের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে তুলে ধরা যায়:

(i) সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধকরণ:- নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি সুস্পষ্ট লিখিত আকারে সংবিধানে স্থান পেলে তা সকলের স্বাধীনতা সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন থাকতে পারে। ফলে রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের দ্বারা সেগুলি অন্যায়ভাবে লঙ্ঘিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা। যা লঙ্ঘিত হলে সে বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন থাকে বলে তারা আদালতের মাধ্যমে তার প্রতিকার করতে পারে। তবে এই অধিকারগুলোর কার্যকরী ও বাস্তবায়ন কর্তৃক সুরক্ষিত হওয়া দরকার। বর্তমানে ভারত সহ বিভিন্ন রাষ্ট্র যেমন U.S.A, FRANCE, JAPAN, PRC প্রভৃতি দেশেও এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

(ii) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ:- অষ্টাদশ শতকের ফরাসি লেখক মন্তেস্কু ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষার জন্য ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের কথা প্রথম বলেন। এই নীতির অর্থ হল- (i) আইন শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে পৃথক ও সুনির্দিষ্ট করা; (ii) একজন ব্যক্তি যাতে একাধিক সরকারি বিভাগের সাথে যুক্ত না থাকে তা দেখা; এবং (iii) প্রত্যেক বিভাগ যাতে অপর বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থাকে তা সুনিশ্চিত করা। এর ফলশ্রুতি কোনো বিভাগের হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার অবকাশ না থাকায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিকেও অনেকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে মনে করে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই দুটি নীতিকে কার্যকর করা হয়েছে।

(iii) আইনের অনুশাসন:- স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার শক্তিশালী উপায় হল, ঊনবিংশ শতকের ব্রিটিশ আইনবিশারদ ডাইসি বর্ণিত আইনের অনুশাসন একান্ত প্রয়োজন। আইনের অনুশাসনের অর্থ হল-

(ii) বিচারালয়ের স্বাধীনতা এবং (iii) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠা; আইনের প্রাধান্য বলতে সরকারের আইনের দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতা ব্যতীত অন্য ক্ষমতা প্রয়োগ না করাকে বোঝায়। আর দৃষ্টিতে সাম্য বলতে বোঝায় কোনো অবস্থাতেই আইনের ব্যক্তির ধনসম্পদ, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভেদ, জন্মগত অথবা সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তিদের মধ্যে তারতম্য করা যাবেনা। আইনের অনুশাসন সমাজে সঠিকভাবে প্রযুক্ত হলে স্বাধীনতা উপযুক্ত পরিবেশ লাভ করে। তবে মার্কসবাদীদের অভিযোগ — বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজে 'শ্রেণি বৈষম্য' থাকায় আইনের অনুশাসন উপযুক্ত মর্যাদা পায়না →

(iv) ——

COLLEGE ... ESTD 19.. ... KAL MURSHIDABAD